শিক্ষার্থী সংকটে সন্দ্বীপের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

ইলিয়াছ সুমন, সন্দ্বীপ

প্রকাশিত: ২০:৪৫, ২৬ মে ২০২৫

ছবিঃ সংগৃহীত

চট্টগ্রামের দ্বীপ উপজেলা সন্দ্বীপে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সামনে বড় ধরনের সংকট দেখা দিয়েছে। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, যা স্থানীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপজেলা শিক্ষা অফিসের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে সন্দ্বীপে ১৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৪১টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১০০ জনের নিচে। আরও উদ্বেগজনক বিষয় হলো, ৬টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী মাত্র ৫০ থেকে ৬০ জনের মধ্যে। গত বছর এই সংখ্যাটি ছিল ৩৩টি বিদ্যালয়, যা এ বছর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১-এ।

শ্রেণিকক্ষে ফাঁকা বেঞ্চ

সরেজমিনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ঘুরে দেখা গেছে, শ্রেণিকক্ষগুলোতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি অত্যন্ত কম। যেমন, উড়িরচর বাটাজোড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণিতে রয়েছে মাত্র ৫ জন শিক্ষার্থী। মুছাপুর গুরুদাস বিদ্যালয়ে এই সংখ্যা ৮ জন, বশিরিয়া বিদ্যালয়ের চিত্রও একই রকম।

যদিও বিদ্যালয়গুলোতে ৩ থেকে ১০ জন শিক্ষক রয়েছেন, শিক্ষার মান নিয়ে সন্তুষ্ট নন অভিভাবকরা। অনেকেই অভিযোগ করেছেন, সরকারি বিদ্যালয়ে পাঠদানের মান ভালো না হওয়ায় তারা তাদের সন্তানদের মাদ্রাসা বা কিন্ডারগার্টেনে পাঠাতে বাধ্য হচ্ছেন।

অভিভাবকদের আস্থা ফিরে পেতে উদ্যোগ

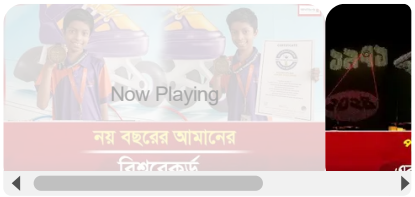

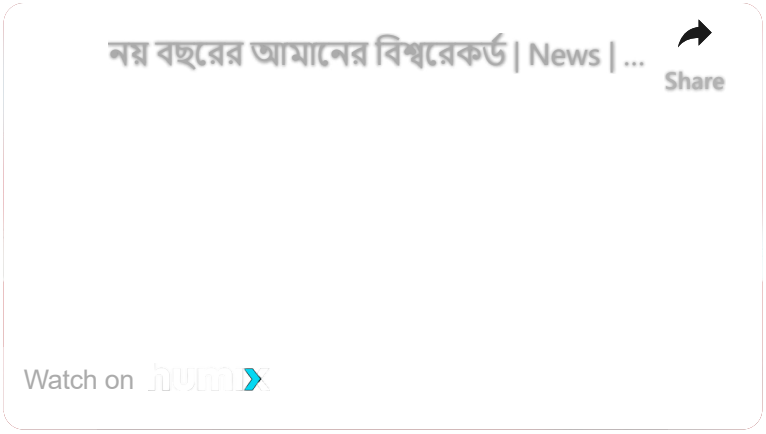

নয় বছরের আমানের বিশ্বরেকর্ড | News | Sports | Janakantha

উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. মাহমুদুল হক বলেন, “শিক্ষার্থী হ্রাস পাওয়ার বিষয়টি আমরা গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। মাদ্রাসা ও প্রাইভেট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অভিভাবকদের ঝোঁকের কারণে এই সংকট তৈরি হয়েছে। তবে আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের সচেতন করছি, মিডডে মিল, কো-কারিকুলার কার্যক্রম চালু করছি এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কাজ করছি।”

পরিসংখ্যান বলছে ভয়াবহ চিত্র

২০১৮ সালে সন্দ্বীপের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৪ হাজার। ২০২৫ সালে এসে সেই সংখ্যা নেমে এসেছে মাত্র ২১,৩৯২-এ, যা ৬০ শতাংশের বেশি হ্রাস। অথচ জাতীয় শিক্ষানীতির নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রতি শিক্ষক প্রতি ৩০ জন শিক্ষার্থীর উপস্থিতি নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক।

সময়ের দাবি: কার্যকর পদক্ষেপ

শিক্ষা বিশ্লেষকরা মনে করছেন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মানোন্নয়ন এবং অভিভাবকদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে এখনই জরুরি ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

অন্যথায়, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা আরও সংকটে পড়তে পারে।